

স্বাধীনতা

তারিখ...
পৃষ্ঠা...
কোন... ৪.....

NOV 1 2002



লাইব্রেরি

উনিশ শতকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডসমূহ বা আন্দোলনের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল অন্যতম। ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল মূলত সংস্কারমূলক। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ জনমত গড়তে সহায়তা করেছিল এই ব্রাহ্ম আন্দোলন। ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি কলকাতায়। কলকাতার ব্রাহ্ম

পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন অভয়চন্দ্র দাস। প্রাথমিকভাবে এটি ব্রাহ্ম মন্দিরের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কিন্তু অর্ধের সংক্লেপন না থাকায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সিদ্ধান্তে ঠিক করা হয়েছিল গ্রন্থাগারে 'ধর্ম,

শতাব্দী প্রাচীন
রামমোহন রায়
লাইব্রেরি



সমাজের সমান্তরালে গড়ে উঠেছিল ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্মধর্ম যেহেতু ছিল সংস্কারমূলক এবং ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বানীয়া ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। তাই তারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, সমাজের সংস্কার সাধন করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা এবং মুক্তবুদ্ধির চিন্তা ও চর্চা। সে উদ্দেশ্যে ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন করেছিল। ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের আবেকটি অন্যতম সংযোজন ছিল 'রামমোহন রায় লাইব্রেরি ও বিডিং রুম'। 'পূর্ববাংলা ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপনের দুই বছর পর ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ গৃহেই এই

নীতি ও জ্ঞান শিক্ষার উপযোগী পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি রাখবে। প্রথমদিকে এটি স্থাপন করা হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদের জন্য। তখন এখানে রাখা হতো ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বচনাবলী: যেমন- রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তী সময় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মন্দিরের দ্বিতলস্থ কুঠিবিতেই এর কাজ চলে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে লাইব্রেরির জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে পাঠাগারটি সমাজগৃহ থেকে

সরিয়ে সমাজ প্রাঙ্গণে নির্মিত নির্ধারিত ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল প্রায় দশ হাজার টাকা। নানাজনের দানে এই অর্ধের জোগান হয়।

উল্লেখযোগ্য দান যারা করেছিলেন তার হাজেন : ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলো: হেডমাস্টার রতন মনিওত্র (৫০০০ টাকা), ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, জমিদার রূপনাল দাস। ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আর উদ্বোধন করেছিলেন প্রথম ভারতীয় ব্রিটিশ কাউন্সিলর স্যার কাম গোবিন্দওত্র, আইসিএস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকার পদস্থ এবং দিগ্বিজয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমদিকে এই পাঠাগারটি প্রায় পাঁচ হাজার বই নিয়ে খোলা শুরু করে। তাবৎব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজনের দানে এ পাঠাগারটি পূর্ববর্তের

একটি উল্লেখযোগ্য পাঠাগারে পরিণত হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি এই পাঠাগারটি পরিদর্শনকালে এর জন্য তার নিজেব কিছু বই উপহার দেন। শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, রায় সাহেব সত্যেন্দ্র চন্দ্র, ডক্টর হেববকুমার মৈত্র, চাকচন্দ্র বাসুদেবপাধ্যায়, ড. মনমোহন ঘোষ ও কবি বর্জিত দত্তের মতো জ্ঞানী-গুণীজনদের পদচারণায় মুগ্ধিত ছিল এই রামমোহন লাইব্রেরিটি। শুধু যে জ্ঞানীগুণী নয়, বই-কিছুসংখ্যক সব বয়সী মানুষের কাছে এটি হয়ে উঠেছিল এক মহাস্থানে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বঙ্গা যায় লাইব্রেরিটি বেশ ভালভাবেই চলছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় লাইব্রেরিটি পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের আক্রমণের শিকার হয়ে লুণ্ঠিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সে সময় লাইব্রেরির দুর্লভ এবং অমূল্য বইগুলো লুট হওয়া যায়। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সেন্সর বইয়ের কিছু অংশ সংগ্রহ করে এবং আরও কিছু নতুন বই নিয়ে আবার লাইব্রেরিটি তার কার্যক্রম শুরু করে।

বর্তমানে সংস্কারের অর্থাৎ এর ছাদ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত; একটু ঝুঁটি হলেই ছাদ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। ছাদটি ধসে পড়ার আশংকায় এখন বেশ কয়েক বছর ধরে লাইব্রেরিটি তার কার্যক্রম স্থগিত রেখেছে।

□ রিদওয়ান আক্রাম